ব্রহ্মা ভরত ও সদাশিব ভরত

আদি নাট্য-বেদ রচনা করেছিলেন ব্রহ্মা ভরত। এই ব্রহ্মাকেই পরবর্তী সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা দ্রুহিন-ব্রহ্মা আখ্যা দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' এঁকে বলেছেন 'বিরিঞ্চি'। এই দ্রুহিন-ব্রহ্মা রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সার সংকলনই আচার্য ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র।

দ্রুহিন ব্রহ্মা ৩৬ হাজার শ্লোক সমন্বিত একটি নাট্য-বেদ রচনা করেছিলেন। অনেকে এই ব্রহ্মাকে 'বৃদ্ধভরত' নামে অভিহিত করেছেন। 'ব্রহ্মা ভরতম্'-এর সার সংকলন করে আদি ভরত বা সদাশিব ভরত নাকি ১২০০ শ্লোকযুক্ত 'সদাশিব ভরতম্' গ্রন্থ রচনা

করেন। অনেকের মতে নাট্য-বেদের রচয়িতাই সদাশিব ভরত।

'ব্রহ্মা ভরতম্' কোন্ সময় রচিত হয়েছিল এ নিয়ে মতদ্বৈধ রয়েছে। অনুমান করা হয়েছে যে, এই গ্রন্থ মোটামুটিভাবে ৬০০-৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কোনও সময়ে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি (বাদক) এবং গন্ধর্ব নায়ক নারদ।[১]

ব্রহ্মা ভরতম্-এর পরেই যে প্রামাণিক গ্রন্থ আমরা পাচ্ছি সেখানির নাম 'সদাশিব ভরতম্'। শাস্ত্রী সদাশিব এর রচয়িতা। এই গ্রন্থ থেকেও আচার্য ভরত অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থখানির ৫০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দের কিছু আগে রচিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।